গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব জাহিদ মালেক
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ, ভবন নং ৩- কক্ষ নং ৩৩২, ৪র্থ তলা,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সভার তারিখ : ১৫-০১-২০১৯খ্রিঃ

সভার সময় : সকাল ১১.৩০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'

১.০. আলোচনাঃ

১.১. শুরুতেই সভাপতি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগকে ব্যাপক ভোটে জয়যুক্ত করায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তাঁকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করায় মহান আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া আদায় করেন এবং সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। শুরুতে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নেরলক্ষ্যে এ সভা আহবান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক১০০ দিনের কর্মসূচি ঘোষনা করা হয়েছে। তিনি উক্ত কর্মসূচী কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে উপস্থিত সকলেরমতামত আহবান করেন।

১.২ মাননীয় মন্ত্রী বলেন, দেশবাসী যে আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে বর্তমান সরকারকে নির্বাচিত করেছে, কাজের মাধ্যমে সে আস্থা ও বিশ্বাসের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে হবে। নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বাস্থ্য খাতের সকল কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায়, মানুষের গড়আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে, শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে,স্বাস্থ্য খাতের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ায় এমডিজি অর্জন সম্ভব হয়েছে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি এবং ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো কার্যক্রম সারা বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি বলেন, হাসপাতালের সেবার মান উন্নত করার জন্য অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও জনবলেরসুষম বিন্যাস নিশ্চিত করতে হবে।যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংগ্রহ, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, মনিটরিং সেল গঠনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে বিভাগীয় পর্যায়, সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বিশেষায়িত হাসপাতালে কর্মরতদের উপস্থিতি, যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের ব্যবহার, ঔষধপত্র বিতরণ ইত্যাদি মনিটর করা হবে। স্বাস্থ্যখাতের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতির মূল উৎপাটন করতে হবে। যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে PPA এবং PPR যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। তিনি বেসরকারি পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নেনীতিমালা প্রনয়ন এবং মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়নের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। সেবার মানোন্নয়নে সেবা গ্রহীতাদের অভিযোগ/পরামর্শ গ্রহনের লক্ষ্যে তিনি মন্ত্রণালয়ে একটি ওয়েবসাইট অতি শীঘ্রই চালু করা হবেমর্মে ঘোষনা দেন।

মাননীয় মন্ত্রী Ongoing Projectসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সম্প্রসারণসহ বিভাগীয় পর্যায়ের হাসপাতালে ১০০ বেডের ক্যান্সার ইউনিট চালু ও প্রতিটি জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে কিডনী ডায়ালাইসিস সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহনের নির্দেশনা দেন। তিনি সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রনে একটি নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশনা দেন। তিনি চিকিৎসকদের ট্রেনিং, পোষ্টিং ও ট্রান্সফার একটি নিয়মের

মাধ্যমে করার পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি মাঠ পর্যায়ের চিকিৎসকদের আবাসন সমস্যা দ্রুততম সময়ে নিরসনের নির্দেশনা দেন।

১.৩ মাননীয় মন্ত্রী ও উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়েমাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় নেতৃত্বে স্বাস্থ্য খাতে এমডিজি অর্জন সম্ভব হয়েছে। তাঁর সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনায় আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার পূরণ করা সম্ভব। তিনি মাননীয় মন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে আগামী দিনগুলোতে কাজ করে যাবেন বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া তিনি স্বাস্থ্য সেবার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে Patient Managementএরজন্য একটি অভিন্ন প্রটোকল চালু করে সকল হাসপাতালে তা অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

১.৪ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ বলেন, মাননীয় মন্ত্রীর ৫ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের আগামীতে চলার পক্ষে সবচেয়ে বড় শক্তি। আমাদের দায়িত্ব আরও সুচারুভাবে পালনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করে একটি ওয়ার্কিং টীম গঠন করতে হবে। এছাড়া তিনি মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতেযুগোপযোগী চিকিৎসাশিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সভায় উপস্থিত অধ্যক্ষগণের প্রতি অনুরোধ জানান।

১.৫ মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, স্বাস্থ্য সেক্টরে কাজ করতে প্রধানত দুটি বিষয়ে সমস্যায় পড়তে হয়- ক্রয় প্রক্রিয়ায় এক্সটার্নাল ভীতি এবং তদবীর। এক্ষেত্রে তিনিসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে কাজের পরিবেশ গতিশীল রাখতে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়াও তিনি প্রশাসনিক chain of command মেনে কাজ করার বিষয়ে সকলকে আন্তরিক থাকার পরামর্শ প্রদান করেন।

১.৬ পরিচালক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বলেন, কোন প্রতিষ্ঠানের জনবল, যন্ত্রপাতি, অর্থসহ সকল বিষয় আনুপাতিক হারে প্রদান করা হলে মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব। তিনি মেশিনপত্র নষ্ট হলে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করে দ্রুততার সাথে ঠিক করে কাজের স্বাভাবিক ধারা অব্যাহত রাখার জন্য এবং পরিকল্পনা করে বিল্ডিং সমূহের সম্প্রসারণ করার অনুরোধ করেন।

১.৭ অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ বলেন, তার মেডিকেল কলেজে কোন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নেই। ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর জনবল দিয়ে প্রশাসনিক কাজ চালাতে হয় ফলে মানসম্মত কাজ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। তিনি প্রতিটি মেডিকেল কলেজে প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

১.৮ পরিচালক, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল বলেন, প্রতিটি মেডিকেল কলেজে নতুন নতুন স্থাপনা নির্মাণের সময় সেখানে কার পার্কিংসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরী। তিনি হাসপাতালগুলোতে নিরবিছিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের স্বার্থে কোন যন্ত্রপাতি নষ্ট হলে স্থানীয় পর্যায়ে মেরামতের অনুমতি প্রদানের অনুরোধ জানান।

১.৯ পরিচালক, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ হাসপাতালসহ প্রায় অন্যান্যসকল হাসপাতালকে আধুনিক মানে উন্নীত করেছেন।সে কারণে এত অল্প সময়ে এ হাসাপাতালে ৪ লাখ রোগীর সেবা প্রদান সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় জনবলের অপ্রতুলতার কারণে কাংখিত সেবা প্রদান সম্ভব হয়না। এ হাসাপাতালের ডাক্তারদের ট্রেনিং কাউন্ট করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

১.১০. পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বলেন, হাসপাতালসমূহের কার্যকরী অর্গ্রানোগ্রাম নেই। তিনি ১০০, ২৫০, ৫০০, ১০০০ হতে ৫০০০ শয্যা সংখ্যার হাসপাতালের জন্য স্ট্যান্ডার্ড Setup সংশোধন করে প্রয়োজন মাফিক অভিন্ন অর্গানোগ্রাম প্রণয়নের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

১.১১ পরিচালক, সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলেন, হাসপাতালের নিজস্ব কনসালটেন্ট ছাড়া তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সেজন্য প্রতিটি হাসপাতালে নিজস্ব কনসালটেন্ট থাকা জরুরী। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে তিনি ই-টেন্ডার চালু করাসহ তাৎক্ষণিক কোন সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ থোক বরাদ্দ রাখার অনুরোধ জানান।

১.১২ সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত প্রতিশ্রুতির আলোকে প্রণীত ১০০ দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি সকল পরিচালক এবং অধ্যক্ষদের হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট অথবা এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং বা চিকিৎসা শিক্ষা গ্রহনের বিষয়ে গুরত্বারোপ করেন। তিনি আগামী ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসেস্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ

পালন করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায়ে দেশব্যাপী তিনি সকল স্কুলে 'স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম' চালু করার বিষয়টি পুনরায় চালু করার আশ্বাস প্রদান করেন।

১.১৩ অধ্যক্ষ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ বলেন, আবাসন ফ্যাসিলিটি মানসম্মত না করেই প্রতিবছর এ মেডিকেল কলেজে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। এ বছর ২৮২ জন ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হয়। ছাত্রী হোস্টেলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বলে তিনি জানান। এছাড়া তিনি স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজের জন্য পৃথক পৃথক চিকিৎসক নিয়োজিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

১.১৪ মাননীয় মন্ত্রী মাঠ পর্যায় হতে আগত পরিচালক এবং অধ্যক্ষদের উদ্দেশ্যে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে দ্রুততার সাথে সকল উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।কোন বিশেষ বিষয়ে চাহিদা থাকলে মাননীয় মন্ত্রী তা লিখিতভাবে জানানোর জন্য সকলকেঅনুরোধ করেন।

২.০. সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

(১) প্রত্যেক কর্মকর্তা কর্মচারীর কর্মস্থলে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে;
(২) কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(৩) প্রত্যেককে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান নিয়মিত মনিটর করতে হবে;
(৪) ঘোষিত '১০০ দিনের কর্মসূচি' বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর হতে হবে;
(৫) হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(৬) অনিষ্পন্ন কাজসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;
(৭) হাসপাতালের কার্যক্রম নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য অবিলম্বে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভাগীয় পর্যায়ে মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে;
(৮) যন্ত্রপাতি ক্রয়, সংগ্রহ, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষনে বিদ্যমান আইন-বিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে;
(৯) বেসরকারী মেডিকেল কলেজে শিক্ষার গুনগতমান নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; এবং
(৯) বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নে একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

অত:পর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(জাহিদ মালেক)
মাননীয় মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০০৬.২০১৫(অংশ)- ৬৭ তারিখঃ-১২-০২-২০১৯ খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (সিএমএসডি), তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ/মেডিকেল এডুকেশন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪। পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা/শহীদ সোহরাওয়ার্দী/স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল/ চট্টগ্রাম/রাজশাহী/শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ/সিলেট এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/খুলনা/কুমিল্লা/এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর/ফরিদপুর/শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া/৫০০ শয্যা বিশিষ্ট মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা/শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর/সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।
৫। পরিচালক, জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল/ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতাল, ঢাকা/জাতীয় অর্থোপেডিক্স হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা/জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা/ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল, ঢাকা/কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল,

ঢাকা/মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা/জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা/জাতীয় ক্যান্সার গবেষনা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা/জাতীয় নাক, কান, গলা ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা/জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা/সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল/ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল/শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা/মানসিক হাসপাতাল, পাবনা/শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ/টিবি হাসপাতাল, শ্যামলী, ঢাকা।

৬। অধ্যক্ষ, মেডিকেল কলেজ, ঢাকা/শহীদ সোহরাওয়ার্দী/স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ/ চট্টগ্রাম/রাজশাহী/শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ/সিলেট এম.এ.জি ওসমানী/খুলনা/কুমিল্লা/এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ দিনাজপুর/ফরিদপুর/শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া/৫০০ শয্যা বিশিষ্ট মুগদা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা/শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর/সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।

১২.২.১৩

(রোকেয়া খাতুন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৫৬৯৮৯

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
০৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সংশ্লিষ্টদের মেইলে প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৬। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল/(সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি/আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট/উন্নয়ন/বিশ্বস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য/বাজেট), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৮। অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।